

## সমকালী

### মাদ্রাসা শিক্ষকের নির্যাতনের শিকার শিশুটি বাঁচল না

১০ ঘণ্টা আগে

ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি



**নিহত তাওহিদ**

**অভিযুক্ত আমিনুল**

মাত্র ১০ বছর বয়সের শিশু তাওহিদুল ইসলাম। চার বছর ধরে সে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছিল। তার অপরাধ ছিল, সে পড়া মুখস্থ করেনি। আর তাতেই কিনা এত শাস্তি! পিটিয়ে ভেঙে ফেলা হলো শিশুটির পাঁজর ও পায়ের হাড়। এ ছাড়া তার শরীরের নানা স্থানে আঘাত করে মাদ্রাসা শিক্ষক আমিনুল ইসলাম। গুরুতর অসুস্থ শিশুটিকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় আনা হলো ও বাঁচানো গেল না। ঘটনার পর থেকে পলাতক আমিনুল ইসলাম।

ভালুকার ডাকাতিয়া ইউনিয়নের পাঁচগাঁও প্রামের কয়েশ মিয়ার ছেলে তাওহিদুল। সে জামিরদিয়া মাদ্রাসায়ে ওমর (রা.) হাফিজিয়া অ্যান্ড ইসলামী কিভারগার্টেনের হেফজ শ্রেণির ছাত্র ছিল। গত রোববার রাতে ঢাকার বক্ষব্যাধি হাসপাতালে মারা যায় তাওহিদুল।

তাওহিদের বাবা কয়েশ মিয়া জানান, গত ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে মাদ্রাসার শিক্ষক আমিনুল ইসলামের নির্যাতনে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে তাওহিদ। এর পর তাকে প্রথমে ভালুকা হাসপাতাল এবং পরে চুরখাই কমিউনিটি বেইজড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে গত রোববার রাতে তাওহিদকে ঢাকার বক্ষব্যাধি হাসপাতালে আনা হয়। সেখানে মারা যায় তাওহিদ।

সন্তানের জন্য বিলাপ করছিলেন তাওহিদের মা হাসনা হেনা। আদরের ছেলেকে এত নিষ্ঠুরতার শিকার হতে হলো, এভাবে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হলো- মানতে পারছিলেন না মা।

এ ঘটনায় ওই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক এনামুল হককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ। তবে আবাসিক ছাত্রদের মাদ্রাসায় ফেলে গা-ঢাকা দিয়েছে বাকি সব শিক্ষক।

গতকাল সোমবার ওই মাদ্রাসায় গিয়ে দেখা যায়, অনেক অভিভাবক তাদের শিশুকে নিয়ে চলে যাচ্ছেন।

এ ব্যাপারে ওই মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটির সভাপতি আ. হামিদ জানান, বিষয়টি তিনি জানতেন না। সোমবার সকালে জানতে পেরেছেন।

এ ব্যাপারে ভালুকা মডেল থানার ওসি মামুন অর রশীদ (পিপিএম) জানান, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মামলার প্রস্তুতি চলছে। এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক

---

© সমকাল 2005 - 2017

সম্পাদক : গোলাম সারওয়ার | প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ | ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৫, ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭৭০১৯৬, বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ | ইমেইল: [info@samakal.com](mailto:info@samakal.com)